‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৭’ উপলক্ষে আয়োজিত
খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২১ নভেম্বর ২০১৭, মঙ্গলবার, আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স, ঢাকা সেনানিবাস

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সহকর্মীবৃন্দ,
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,
উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠগণের উত্তরাধিকারীগণ,
খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ,
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আপনাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

ঐতিহাসিক এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অকুতোভয় সদস্য এবং আপামর জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে দখলদার পাকিনস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ সূচনা করে। ডিসেম্বরের শুরুতে যুক্ত হয় ভারতীয় মিত্র বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনী, বাংলার মুক্তিপাগল জনতা ও মিত্র বাহিনীর একযোগে শত্রুকে আক্রমণ আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত হয়। আমরা অর্জন করি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতাসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সকল বীর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি

আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও সম্ভ্রম হারা দু’লক্ষ মা-বোনকে। যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আমি সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য এবং সম্মানিত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর স্মৃতিময় এ মাসেই সাতই মার্চ প্রদত্ত জাতির পিতার ভাষণ ইউনেস্কো’র বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সাত মার্চের ভাষণে জাতির অস্তিত্বের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। আমার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ভাষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে বাবাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, তাঁর বিবেক যা বলে- সেই কথাগুলোই ভাষণে বলে আসতে।

আমার মা বুঝতেন জাতির পিতা-ই বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বঞ্চনার কথা সবচেয়ে ভাল জানেন। বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর মত গভীর আন্তরিকতা আর কারো নেই।

ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণ শোষণ-শাসনে জর্জরিত জাতির বেদনার উপাখ্যান। জাতির পিতার বাঙালির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধতার প্রামান্য দলিল। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি, জাতির পিতার আহবানে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের অবিনশ্বর ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাসের আলোকে, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ়চেতা করবে।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। যার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রেখে মুক্তিযোদ্ধারা আমাদেরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ উপহার দিয়েছেন। জাতির বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের অবদানের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিতে আমাদের সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কল্যাণার্থে অনেক প্রস্তাব ও প্রকল্প আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

প্রিয় সুধী,

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতিকল্পে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি:

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতার পরিমাণ ৯০০/- টাকা থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ১০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং ভাতা ভোগীর সংখ্যা এক লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। প্রত্যেক সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা অথবা পরিবারকে প্রদত্ত মাসিক ভাতার সমপরিমান ১০,০০০/- টাকা হারে বছরে দু'টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে যথাক্রমে বীরশ্রেষ্ঠদের জন্য ৩০,০০০/-, বীর উত্তমদের জন্য ২৫,০০০/-, বীর বিক্রমদের জন্য ২০,০০০/- এবং বীর প্রতীকদের জন্য ১৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গের মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা সর্বনিমণ ২৫,০০০/- হতে সর্বোচ্চ ৪৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণকে শিক্ষা ভাতা, কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বিবাহ ভাতা, উৎসব ভাতা, দেশে বিদেশে চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দুইশত একাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট প্রায় তিন হাজার পাকা গৃহ নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত আড়াই হাজারের বেশী গৃহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- 'জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলায় ভবন নির্মাণ করা হবে। যার মধ্যে ৪৯টি জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন এবং হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ২০১৩ হতে মোট ১,০৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭০টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে ২৫১টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রিয় সুধী,

বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সরকার মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করে ৬০ বছর করেছে। সরকারি-আধাসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত-আধাস্বায়ত্বশাসিত সংস্থা-প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের চাকুরীতে মুক্তিযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারীদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা নির্ধারিত আছে। নির্ধারিত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হলে খালি রাখার নির্দেশনা রয়েছে। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা এবং তাদের সন্তানদের নিয়োগের বিধান করা হয়েছে। ৩২তম স্পেশাল বিসিএস-এ মুক্তিযোদ্ধা ও নারীদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারে স্পেশাল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অভূতপূর্ব অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ প্রয়াসে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট পরিমার্জন করা হয়েছে। যা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি লাভ নিশ্চিত করবে।

উপস্থিত সুধী,

আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, বর্হিবিশ্বের যে সকল বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংগঠন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন তাদেরকে সম্মাননা প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পর্যায়ক্রমে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা', 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' এবং 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ নয়া দিল্লীতে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ০৭ জনকে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সর্বমোট ১,৬৬১ জনকে পর্যায়ক্রমে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হবে।

সময়ের আবর্তে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা আজ বয়োবৃদ্ধ। সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপনকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী যে

উদ্যোগ প্রতিবছর নিচ্ছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দুঃস্থ-অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা, পুনর্বাসন, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও আবাসস্থলের সংস্কারসহ বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজ ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার সুমহান দায়িত্ব সশস্ত্র বাহিনীর উপর ন্যস্ত। এ পবিত্র দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলা, দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণ, আইনশৃংখলা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল অংশগ্রহণ বজায় রাখছে। আমি এজন্য সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সব ধরণের কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য শান্তিকালীন সময়ে কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে শান্তিকালীন পদক প্রচলন করা হয়েছে। যা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আজ ২৬ জনকে শান্তিকালীন পদক ২০১৬-এ ভূষিত করা হল। পদকপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদবীর সদস্যদের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। ভবিষ্যতে শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও আপনারা সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

আজকের এই সুন্দর সকালে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। সরকার প্রধান হিসেবে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের কল্যাণার্থে যা কিছু প্রয়োজন তা করার জন্য আমি আমার দৃঢ় প্রত্যয় পুনঃব্যক্ত করছি। আজ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের সম্মাননা প্রদানের সুযোগ তৈরি করে দেয়ায় আমি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমি সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গসহ সমগ্র দেশবাসীর সুখ, শান্তি এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...